OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 260 - 269
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

একালের কণ্ঠে, সেকালের কথন : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধনপতির সিংহলযাত্রা

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাবিদ্যালয়, খণ্ডঘোষ, পূর্ব বর্ধমান
Email ID: jayantabiswasjb79@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Reconstruction, reconstruction, reconstruction, tradition, culture, analysis, past, history, style.

Abstract
The trend of reconstruction or renewal in literature and art is something new. No It is possible to break the boundaries of any subject through innovation. This is a natural tendency of any culture. This trend has started in Bengali literature long ago. An attempt has been made to break the conventional meditation concept and tradition of 'Charyagiti' or 'Mangalkabhya' and show it in a new light. Which has been reflected in various branches of literature. For example, drama, poetry, novels, short stories. The style or form of literature has been written in new ways. In keeping with the times, people have tried to grasp tradition in the light of thought and consciousness. The trend of innovation is flowing in Bengali literature from natural interest, desire and the need for pleasure. After the 19th century, the 20th century and even after the 21st century, that trend has not stopped. Keeping the literary elements of ancient and medieval times in front, he analyzed and explored the individual's own thoughts. One such novelist in 21st century Bengali literature is 'Ramkumar Mukhopadhyay'.

He has made the elements of past history special by breaking them up with his artistic vision. He has written novels like 'Dhanpati's Singhal Yatra' and 'Har-Parvati Katha', focusing on the medieval theme, 'Mangalkavya', which is ingrained in the Bengali consciousness and mind two. We will shed light on these characteristics of the author's innovation and modern thinking in the article 'In the Voice of a Time, When in Ramkumar Mukherjee's Novels of a Time Selected'.

Discussion

ভূমিকা : এই সময়কার একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হলেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি অতীত ঐতিহ্যকে পুনর্নির্মাণ করেছেন মনন ও চেতনা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে। মূলত মঙ্গলকাব্যের কাহিনিকে বাস্তব জীবন দর্শন দিয়ে বিচার করেছেন। পাশাপাশি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্থান পেয়েছে পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনি, লোকপুরাণ, মিথ। এই অতীত যাত্রার কারণ তিনি 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' গ্রন্থের প্রথম বার্ত্বে উল্লেখ করেছেন। আসলে বাংলার প্রকৃতি, মানুষ, চিন্তা-চেতনা, ভৌগোলিক অবস্থান, জনপদ, ব্যবহৃত শব্দ প্রভৃতি হারানো সম্পদ ফিরে এসেছে আমাদের হাতে। এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন সমগ্র উপন্যাসে। পৌরাণিক চেতনা ও আদর্শকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি তাঁর, লেখালেখিতে বলেছেন -

> "আমার বেড়ে ওঠা বাঁকুড়াজেলার একটি গ্রামে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে। তুসুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তন এসব নিয়ে আমার শৈশব ও কৈশোরের জগৎ। অষ্টম কিংবা চব্বিশ প্রহরের কীর্তনের ধুলোটির যে গ্রাম পরিক্রমা তাতে গোরাচাঁদ হয়ে কতবার 'নগর ভ্রমন' করেছি।"[১]

তাঁর গল্পে, উপন্যাসে প্রাচীন ঐতিহ্য মিথকল্প স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে। ফলে অতীত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে এক ভিন্ন সুর। এভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। চেনা ও জানার তাগিদেই রচিত হয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস – 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' ও 'হর-পার্বতী কথা'। আমরা এই প্রবন্ধে লেখকের দৃষ্টিতে পুরাতনকে নতুন করে দেখার মানদণ্ডগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব। শিল্প ও শিল্পীর ভাবনা, দর্শন, বিশ্বাস প্রকৃতির বিশ্লেষণে ব্রতী হব।

উপাদান ও পদ্ধতি : এই গবেষণা নিবন্ধটি তৈরি করতে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাস এবং কিছু সহায়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। যা গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখ আছে। আলোচনা করা হয়েছে মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও ব্যাখ্যামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এছাড়া লেখকের ভাবনা, মনন, চিন্তা-চেতনা, দর্শন প্রভৃতির দৃষ্টান্তমূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রাধান্য পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের রচনার কাহিনি, প্লট, চরিত্রের গঠনগত শৈলীর সঙ্গে আধুনিক মানসিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

ফলাফল : বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, পাঠকের কাছে প্রায় হারাতে বসেছিল। আশার কথা আধুনিক কালের (বিশ ও একুশ শতক) সাহিত্যিকরা সাহিত্য শিল্প চর্চায় ইতিহাসের দিকেই ফিরে গেছেন। ফলে আমাদের কাছে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, ভবিষ্যতের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ইতিহাস বা ঐতিহ্যের ভূমিকা অনেকটা। বাংলা সাহিত্য নামক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তার করতে হলে প্রথমে মূলকে পরিচর্চা করা প্রয়োজন। আর এভাবেই বিনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, পরিবর্তন, রূপান্তর ও পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে রামকুমার মুখোপাধ্যায় একটি উজ্জ্বলতম নাম। সুদক্ষ শিল্পীর মতো তিনি অতীতের নবনির্মাণ করেছেন। মিথ, লোকপুরাণ, মঙ্গলকাব্যের মতো অতীত উপাদান পাথেয় হয়েছে তাঁর উপন্যাসে। অতীত ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতি ও কাহিনির নবনির্মাণে তাঁর যে উপন্যাসে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত, তা হল 'ধনপতির সিংহল যাত্রা'। প্রাচীন ইতিহাস, লোকপুরাণ, দেব- দেবী, মিথের নতুনভাবে চলা দেখিয়েছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায় **এই** উপন্যাসে।

ধনপতির সিংহল যাত্রা : প্রথমেই আসি 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসটির প্রসঙ্গে। ঔপন্যাসিকের কথাতেই নবনির্মাণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপন্যাসের প্রথম বার্ত্বেই তিনি স্পষ্টতই বলেছেন -

> "কবিকঙ্কণ মুকুন্দকে মাইকেল উল্লেখ করেছিলেন কবিতা পঙ্কজ-রবি হিসেবে আর রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন বাঙ্গালা ভাষার সর্বপ্রধান কবি। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি একদিন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে বিস্মৃত হল তাঁকেও; বঙ্গ-হৃদ-হৃদের কমলে কামিনীও অদৃশ্য হল। ধনপতির সিংহল যাত্রা উপনিবেশ পূর্ব বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে নতুন সেতু বন্ধন। এই উপন্যাসে রয়েছে নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, মগরা, নীলাচল, শঙ্খদ্বীপ, সর্পদহ, কালিয়াদহ হয়ে ধনপতির সিংহলযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণ। নানা অবলুপ্ত নদীপথ ও বিস্তৃত জনপদের বর্ণনা এবং অপ্রচলিত শব্দাবলি পুনরুদ্ধার

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> বাংলা কথা সাহিত্যে - এটি একটি দিগদর্শী রচনা। পড়তে পড়তে মনে হয় ইতিহাস বা ভ্রমণকথা হয়ে উঠছে উপন্যাস আর সে উপন্যাস আমাদের হারানো সম্পদ ফিরিয়ে দিচ্ছে আমাদেরই হাতে।"[২]

বোঝাই যায় উপন্যাসটি আসলে অতীত তথা মধ্যযুগের সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক যুগের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। তিনি মঙ্গলকাব্যের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন শেকড়কে সঙ্গে করেই। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিকে আধুনিক যুগের মোড়কে ধরতে চেয়েছেন। মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি ধারণ করে অনার্য সংস্কৃতির কথা এনেছেন। খুল্লনা অনার্য, লহনা অনার্য, এমনকী দেবী মনসা বা চণ্ডীও অনার্য। উপন্যাসে পৌরাণিক দেবতা শিব-পার্বতীর সঙ্গে অনার্য রাম-লক্ষ্মণের কথাও বলেছেন। সাংস্কৃতিক বাস্তবতার ছড়াছড়ি উপন্যাসে। শব্দচয়ন, মধ্যযুগে ব্যবহৃত খাদ্য, অলংকার, যুগ-সংস্কৃতি সচেতনভাবে ব্যবহৃত। বলা যায় আধুনিকভাবে আরোপিত। আখ্যানে সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, লোকজ শব্দের ব্যবহার, চরিত্রের বাস্তবযোগ্যতা লক্ষ করার মতো। তাইতো মধ্যযুগের আখ্যান আধুনিক যুগেও বড়ো বেশি জীবন্ত। সময়োপযোগী করে তিনি মঙ্গলকাব্যের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। অতীত কাহিনিকে আধুনিক যুগে তুলে আনার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন -

> "বেশ কিছুদিন কবিকঙ্কণ মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যটি পড়ছি। বণিক খণ্ডের সমুদ্রযাত্রা অংশটি নিয়ে একটি আখ্যানে হাতও দিয়েছি। আমার আখ্যানের ললাটে কী লেখা আছে বলতে পারি না কিন্তু চণ্ডীকাহিনীর মধ্যে আমার এবং সময়ের এত কথা যে লেখা আছে না পড়লে বিশ্বাস হত না। আধুনিকতার চাপে তো মধ্যযুগের সাহিত্য পড়ার অভ্যেসই হয়ে ওঠেনি। কামিনী এবং কাঞ্চন-এ দুয়েরই চল এই বিশ্বায়নের যুগে কিন্তু তারই ভেতর কোথায় যেন এক জল-অচল দূরত্ব। চণ্ডীমঙ্গলে কিন্তু এ-দুয়ের এক আশ্চর্য সমাহার। তারই খোঁজে আছি বর্তমানে। হয়ত উপনিবেশ- পূর্ব নিজেকে চেনার কোনো দায়ও।"[৩]

'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসে রামকুমার মুখোপাধ্যায় মঙ্গলকাব্য তথা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখ্যানকে অবলম্বন করেছেন। সমগ্র আখ্যানে আছে এক রকম দুর্বোধ্যতা যা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ব্যবধানকে সুস্পষ্ট করে। মধ্যযুগে প্রচলিত শব্দের মাধ্যমে তৎকালীন রীতি-নীতি-সংস্কৃতি, লোকাচার এমনকী চরিত্রকেও গড়েছেন তিনি। কিন্তু সমগ্র নির্মাণে আছে আধুনিকতার স্পর্শ। অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্র যেমন আমাদের কাছে বিস্ময় মনে হয়, তেমনি 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাস আমাদেরকে এমন এক জগতে পৌঁছে দেয়, যা আধুনিক জনজীবন থেকে অনেক দূরের কোনো স্থাপত্যে। যেখানে আছে অজস্র গাঁথুনি, যা শিল্পমণ্ডিত কারুকার্যে ভরা। আমাদের অতীত, ইতিহাস, খাদ্যাভাস, লোকাচার, দৈনন্দিন যাপন, সামাজিকতা, রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা সবই বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে প্রতিবিম্বিত। তবে শিকড়ে মধ্যযুগের স্থায়িত্ব। আধুনিকতার মোড়কে তা নব রূপে নির্মিত। উপন্যাসটিতে প্রবেশের আগেই ধনপতি খুল্লনা আখ্যানে প্রবেশের কথা পাওয়া যায়।

> "সুমেরু উপরে আছে কুমুদ ভূধর
> তাহার উপরে আছে বট তরুবর।
> এগার যোজন সেই তরুবর বট-
> জার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট।
> তাহার কোঠারে আছে পাঁচখানি নদী
> তথি বহে গুড় দুগ্ধ ঘৃত মধু দধি।
> তাহে ঝালি খেলে চণ্ডী সখীগণে
> হেনকালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে।"[৪]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যের বণিক খণ্ডের কেন্দ্রীয় তথা প্রধান চরিত্র ধনপতি সদাগর। তাঁর দুই স্ত্রী খুল্লনা এবং লহনা। খুল্লনা ও লহনার সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, ধনপতির সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি, খুল্লনা স্থাপিত দেবী চণ্ডীর ঘটে ধনপতির পদাঘাত, দেবীর অভিশাপে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রায় মায়ার সমুদ্রে কমলে-কামিনী দর্শন, সিংহল রাজকে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখাতে গিয়ে না পেরে কারাবাস, পরিশেষে শিবভক্ত ধনপতিকে চণ্ডীর ভজনা করার জন্য প্রলুব্ধ করা, নির্বিকার চিত্তে অরাজী ধনপতির বারো বছর কারাবাস গ্রহণের বর্ণনা দিয়ে কাহিনি সমাপ্ত হয়। এ কাহিনি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সেকেলে নয়। কাহিনির কঙ্কাল চণ্ডীমঙ্গলের, কিন্তু অস্থি-অবয়ব রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব। তিনি চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনিকে হুবহু অনুকরণ করেননি। আধুনিক মনন ও মানসিকতা নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চিরাচরিত কাহিনির নব-রূপায়ণ ঘটিয়েছেন 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসে।

কাহিনির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও সমর্থ তিনি। একটি বহুল প্রচারিত কাহিনির মধ্যে নিসর্গ প্রকৃতি আপন গরিমায় উপস্থাপিত। গ্রাম বাংলার প্রকৃতিকে নতুনভাবে নির্মাণ করলেন। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিক খণ্ডে' ধনপতির সপ্তডিঙা যাত্রাকালের সময়ের প্রকৃতি আমরা দেখেছি, কিন্তু 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসে এই প্রকৃতি আরও সজল, শ্যামল। এমনকী নদী, গাছপালা, পশুপাখি, রুক্ষ প্রকৃতি, জনপদ সবই যেন চরিত্র হয়ে উঠেছে। 'নদীবন্ধে ধনপতি' অংশে রৌদ্র ও বালু যেন এক একটি প্রাণ -

> "ধনপতি দেখে নদীকূলের হেমবর্ণ বালুতে হেমন্তের হাস্যমুখ রৌদ্র গা এলিয়ে বসে। কারোরই ত্বরা নেই না বালুর না দিন প্রভার। একজন পর্বত চূড়া থেকে অবতরণ করতে করতে প্রায় থিতু, অন্যজন তিন প্রহর পার করে দিনান্তে জিরণে।"[৫]

'নৌকাহরণ'-এ ধনপতি দেখে প্রকৃতির অপার রূপ -

> "দুলে ওঠে সপ্তডিঙা। গোধূলির কমলা রং মেশে ভ্রমরার জলে। পশ্চিম দিগন্তে আঁধার নামে তমাল বনে। শেষ সারসদল কুলায় ফেরে। দিবানিদ্রা শেষে উলুক এসে বসে পর্কটির ডালে। ফড়িঙের পাল সন্ধ্যার নৃত্যগীত সারে। চামচিকা ডানা ঝাড়ে নিশিবিহারের প্রস্তুতিতে। কুয়াশা নামে আকাশের ক্রোড় বেয়ে শিশিরের শ্বেত দানা আর নিশির শ্যাম কণা ঝরে ভ্রমরার জলে।"[৬]

নদীমাতৃক বাংলার মানচিত্রকেও তুলে ধরলেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়। 'হর-পার্বতী' উপন্যাসে আছে একইভাবে প্রাচীন বাংলার জনপদ গ্রাম, শহর যা ধনপতির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। ধনপতির এই সাগরযাত্রার বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নবনির্মাণ তো বটেই। মিথ ভেঙে এগিয়ে চলেছে ধনপতি। তার এই যাত্রা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিক খণ্ডে'র ধনপতির নয়, আধুনিক যুগের ভ্রমনপিপাসু, অর্থ উর্পাজনকামনার্থী ধনপতির। তার বাণিজ্যযাত্রার সপ্তডিঙাও যেন অন্য সাজে সজ্জিত -

> "যে ডিঙাটি প্রথম তোলে তার নাম মধুকর। দৈর্ঘ্য যেমন দিগন্তবিস্তারী, প্রস্থে তেমনই সুদূর বিস্তৃত। ... পরের ডিঙা দুর্গাবর। গাম্ভীর ও ডহু দারু-নির্মিত জলযান। অভিনব, অভিরাম, মোহন তোর রূপ। ...পরের ডিঙা শঙ্খচূড়। কাঁঠাল, পিয়াল ইত্যাদি দারুর পাটি ও গজালে এই জলযান। গাঙ্গেয় দুকূলে আশি গজ জল ভাঙে। ... ডুবুরি তোলে চন্দ্রপাল। দৈবসার ও তমাল বৃক্ষের পাটি দিয়ে তৈরি এক মালবাহী জলযান। সমুদ্রমন্থনে জাত চতুর্দশ রত্নের প্রথম চন্দ্র এবং সেই এই ডিঙার পালক ও রক্ষক। ... পরের ডিঙা ছোটো মুঠি। আকার যেন বজরার হাতল। শাল, পিয়াল, ডহু কাঠের পাটিতে তালের গজাল। ...ডুবুরি তোলে গুয়ারেখি ডিঙা। চেহারাখানি যেন গুয়া মাপার কুশি। ...শেষ ডিঙা নাটশালা। গুটিতে গাবরদের বাস। কৌতুক, মজা, তামাশায় ভরপুর।"[৭]

প্রচলিত কাহিনির মধ্যে নায়ক-নায়িকা ও দেবীর প্রসঙ্গও বাদ গেছে কিছুক্ষণের জন্য, যা বৈচিত্র্য এনেছে গল্পের বাঁধনে। শুক-শারির সরস রসিকতার কথায় আমরা যেন মনবৃন্দাবনে পৌঁছে যাই -

> "শুকীরূপা ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে ব্যাসদেরের হল শুক্রপাত। সে-শুক্র মন্থনে শুক্রপক্ষী। জোড়া পারাবতের বিনিময়ে মিলবে জোড়া শুক, তাদের চরণ শোভায় মুখ ঢাকে কনক, তাদের পালক আভায় ম্লান হয় বজ্র। নিত্যদিন প্রহেলিকা শোনাবে তারা -
>
> বেগে ধায় রথ, নাহি চলে একপা
> নাচয়ে সারথি তাহে, পসারিয়া গা।
> হেয়ালি-প্রবন্ধে, পণ্ডিত দেহ মতি
> অন্তরিক্ষে চলে রথ, ভূতলে সারথি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কীসে জিনিস? ওড়ে তবে পক্ষী না। ওটি হল ঘুড়ি। আরও আছে -

তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল।
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ
বনেতে থাকিয়া করে বনের দোষণ।"[৮]

রামকুমার মুখোপাধ্যায় ধনপতির- বাণিজ্যযাত্রায় বিনিময় দ্রব্যাদির প্রসঙ্গ এনেছেন—

> "সাধু ধনপতি যাবে বাণিজ্যে, সিংহল দ্বীপে। রামরাজ্যে সুবর্ণ থেকে শুকপাখি সব সস্তা। মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। বিনিময় দ্রব্য নেবে সাধু। ধূলিমুটি দিলে সোনামুঠি ফিরবে। মৃগ নেবে সদাগর। ... মাকড় দিলে মাতঙ্গ আনবে সদাগর।... মাকড় না থাকলে পারাবত। সাগরযাত্রায় সব জাতের কপোত - নেবে সদাগর, থুড়িমারা পাকশালিকা, সেতা, নেতা, নয়নসুকা, করট, তামাট, সুলক্ষণ, সৌরজ, মকরজ গোলা। নারিকেল যাবে লঙ্কাদ্বীপে।... শঙ্খমুখ নারিকলের বদলে মিলবে সাগরতনয় শঙ্খ। ... কৃমিনাশনে বিড়ঙ্গ। মাঠে- বাটে-ঘাটে পলাঙ্গু, কোলকন্দ, পারিভদ্র, ভল্লাতক, হরিদ্রা। বিনিময়ে মিলবে লঙ্কার লবঙ্গ।... শুণ্ঠ নেবে সদাগর।... আমলকী হরীতকী বহেড়ার ভালো বিনিময় দেবে সাধু। গুয়া পাবে ধামা ধামা। সিন্দুর দিলে রঙ্কিনী রঞ্জক পাবে। ... লক্তক নেবে সাধু লক্তক দিলে সিন্দুরে করমচা মিলবে।"[৯] (বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ)

এই বাণিজ্যের বিনিময় তো ব্যবসায়িক বিনিময় প্রথা। যা বর্তমান যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের আখ্যানকে দীর্ঘ ইতিহাস - যাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। ইতিহাস যাত্রায় ভূগোল তথা ভৌগোলিক অবস্থানও মিলেমিশে একাকার। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে তো এ বর্ণনা নেই। নেই কোন অন্ধ অনুকরণ। এটা ঔপন্যাসিকের একেবারে নিজস্ব ভাবনা। ইতিহাসের ধূসর জগতে ভূগোলের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তিনি সুনিপুণ হাতে। পুরাতনের বর্ণনায় নতুনের প্রলেপ দিয়ে ইতিহাসকেও তিনি করে তুলেছেন যুগোপযোগী। ধনপতি যাত্রা করেছে একের পর এক গ্রাম, শহর, জনপদ। ললিতপুর, ইন্দ্রাণী, অজয়যাত্রা, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম, মগরা, নীলাচল, লঙ্কাদ্বীপ ইত্যাদি সব স্থানেই যাত্রা করেছে ধনপতি। মধ্যযুগের **এই** কাব্যে প্রত্যেকটি জনপদযুক্ত ভৌগোলিক অবস্থান আজও বড়ো চেনা। এই চেনা পরিসর তো বর্তমান যুগেও বহমান। এই স্থানগুলোর ঐতিহ্য আধুনিক যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

দৈনন্দিন লোকাচার, ভবিষ্যৎবাণী, অন্ধবিশ্বাস, সংস্কারের পাশাপাশি জ্যোতিষশাস্ত্রও উঠে এসেছে উপন্যাসে -

> "দৈবজ্ঞ খড়িবজ্র যাঁর ডাক পড়ে। দ্বিজ আসে সাধু ধনপতি সকাশে। রাশিচক্র পাতে পঞ্জিকা দেখে। দক্ষিণের পথ রুদ্ধ। শরাকৃতি অশ্বিনী নক্ষত্র আকাশে। ও দৃষ্টি ভালো না সাধু। জলনিধিতে তরঙ্গ তোলে। ঝড় ডাকে। অষ্টমীও শুভ না। প্রেতনাথের বিহারকাল। পদে পদে মৃত্যু, পথে পথে আপদ, পলে পলে বিপদ।... নবমীটাও শুভ না। মাথার ওপর কৃত্তিকা। যেন অগ্নিশিখা। ও আগুনে গেহ গারি জ্বলে, কপাল পোড়ে।... ওদিকে দশমীতে তিথি ত্র্যহস্পর্শ। বড়োই করাল রূপ। নিমিত্তহীন যাত্রায় দ্বাদশে বাধা নাই, কিন্তু তোমার আপ্তভাবহীন। এয়োদশ সংখ্যাটি শুভ না।... চতুর্দশীও ভালো না সদাগর, সাগরযাত্রার পক্ষে শুভ না। তারপর শুক্র। সেটিও খুশি দেখি না। ছয় মাস দূর যাত্রা রহিত। দক্ষিণ পথে প্রাণসংশয় আর বুহিত হারানোর ভয়। আরও একটি অকুশল দেখি। বন্দিদশা। বড়োই অমঙ্গল, অশুভ, অশিব কাল সাধু।"[১০]

এই ভাবনা তো সেকেলে নয়, আধুনিক যুগেরও। আর সমাজচিত্র তো সেই আবহমান বাঙালি জীবনেরই। যা বর্তমানে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও ভবিষ্যতের দিকে তার পদসঞ্চার। তবে ধনপতি যুক্তিবাদী মননের অধিকারী। তাইতো বিশ্বাস করেনি জ্যোতিষের বাণীতে। নফরকে বলে 'ধাক্কা মেরে তাড়া তো গণনকে'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় গণকের সব বর্ণনা সঠিক। ধনপতির পরিণতি মিলে যায় জ্যোতিষের কথামতোই। আসলে কবি মুকুন্দের দৈবজ্ঞ নির্ভরতা থেকে কিছুটা হলেও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সরে আসতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। তাই হয়তো ধনপতি গণকের নিষেধ মানেনি, উপরন্তু তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতেও ছাড়েনি। তবে গণক অব্যর্থ ভবিষ্যৎ নির্ধারক, যিনি আগাম ঘটনার সতর্ক বার্তা সহ নিষ্পত্তি করতেও সমর্থ। একালেও আমরা ছুটে যাই এ জাতীয় গণক তথা জ্যোতিষীর কাছে। তাদের গণনাকে যথার্থ বলে মানি ও মেনে চলি।

'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণেও আছে অভিনবত্ব। প্রধান চরিত্র ধনপতি অহংকারসর্বস্ব। দেবতার ভয়ে ভীত নয়। তাই দেবীর ঘটে পদাঘাত করতেও ভয় পায় না, আবার নারীলোলুপ কামার্ত সে। শিবভক্ত হলেও চাঁদ সদাগরের মতো কোন বলিষ্ঠতা নেই তার। এই ধনপতিকে আমরা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিক খণ্ডে' পাই না। 'সাধুর কোপ, খুল্লনার বিনয়' অংশে উপন্যাসের ধনপতিকে বলতে শোনা যায় -

> "আমি ধনপতি সদাগর, তুই কিনা তার ধামে পূজিস স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা? আমার জাত -কুল সব গেল। ... ওরে কুলের কালি খুল্লনা, আমার পণ ছিল ঘরে মায়্যা দেবতার আসন হবে না। তুই সেই পণ ভঙ্গ করালি। ওই চণ্ডীদেবী শত্রু ঘর ছুঁয়ে শোয়াক পরে, তার আগে আমি ঘটের বিড়াটি ছুঁয়ে ফেলি। দেখি এবার তোর দেবী কোথায় পাছা ঠেকিয়ে বসে।"[১১]

এরপর মঙ্গলঘটে পদাঘাত করতেও ছাড়ে না ধনপতি। এই দৃঢ়, বলিষ্ঠ, ভয়লেশহীন, দেবতার প্রতি অবিশ্বাসী ধনপতিকে আমরা' চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নয়, উপন্যাসেই দেখতে পাই।

লহনা যেন আধুনিক নারী। এত জটিলতা কুটিলমনা তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সত্যিই দুর্লভ। রামকুমার মুখোপাধ্যায় তাকে গড়ে তুললেন দুর্বোধ্য ভাবে। ঈর্ষাকাতর সে, স্বামীর ভাগ দিতে অসমর্থ বলে স্বামীর অকল্যাণ ঘটাতেও পিছুপা হয় না। এই নারীকে তো আমরা আমাদের চারপাশে অহরহই দেখি। বিগত যৌবনা, বন্ধ্যা লহনার খুল্লনার প্রতি হিংসার মনোভাব থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে স্বামীর বিপদে সে ভাবিত হবে না? মধ্যযুগে তো এই লহনাকে আমরা দেখিনি। ঔপন্যাসিক এই চরিত্রটিকেও নিজের মতো করে গড়েছিলেন, মধ্যযুগের বিশ্বাসের বৃন্ত থেকে একটুখানি চ্যুত করে। তাইতো উপন্যাসের লহনা অনায়াসে বিদায় দিতে চায়, ধনপতিকে বলে -

> "প্রাণনাথ, তুমি নৃপতির আজ্ঞা মেনে বুহিত ভাসাও জলে। আমি খবর করি ওঝাকে। সে দেখুক শুভ দিন।"[১২]

এমনই দৃঢ় উপন্যাসের লহনা।

দেবী চণ্ডীও ভিন্নরূপে প্রতিভাসিত এ উপন্যাসে। যে দেবী চণ্ডী অসুরদলনী, শুম্ভ অশুম্ভকে বিনাশ করেছেন, যার ক্রোধে পৃথিবী ভীত, চরাচর শঙ্কিত, সেই দেবী চণ্ডীই খুল্লনার মঙ্গল চেয়েছেন। সৌভাগ্য বহনকারী তিনি। তিনি নমনীয় দেবী। এই চরিত্র তো পুরাণের বিরোধী, উপন্যাসের দেবী চণ্ডী তো মাতৃসুলভ মননের অধিকারিণী।

পদ্মা ও দেবী চণ্ডীর সম্পর্কের বাতাবরণেও অন্যরকম আবেশ আছে। 'মনসামঙ্গল' বা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখি মনসার প্রতি চণ্ডীর বিমাতৃসুলভ আচরণ। "বুকে পৃষ্ঠে মারে চণ্ডী পদ্মা কাঁপে থরথর"। চণ্ডী মনসাকে পিতৃসুখ থেকেও বঞ্চিত করে। চণ্ডী এখানে সৎ মেয়ে পদ্মা বা মনসার প্রতি ক্রুর, নিষ্ঠুর। গৃহ থেকে সৎ মেয়েকে বিতাড়িত করতেই ব্যস্ত। অথচ রামকুমার মুখোপাধ্যায় চণ্ডী ও মনসাকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল করে গড়ে তুলেছেন। লাঠির আঘাতে দেবী চণ্ডীর ঘট ভাঙলে চণ্ডীদেবী চরমভাবে অপমানিত হন। তিনি বিচলিত হয়ে পদ্মার শরণাগত হন -

> "মা পদ্মাবতী, ত্বরা ডাক দে সর্পবদনা ডাকিনীকে।"[১৩]

অর্থাৎ যে মনসা ও দেবী চণ্ডী আজন্ম ক্রোধে লালিত, পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত, সেখানে চরিত্রকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। একেবারে বিপরীত ভাবনা থেকে। মঙ্গলকাব্যের পুনর্নির্মাণে চরিত্রের এই বিরূপতা সত্যিই অভিনব।

> "চণ্ডী বলে, ওরে পদ্মাবতী, আয় মা আয়। বান্যা বেটা ধনা লাত মেরেছে আমার ঘটে। ওই দেখ নিন্দামন্দ বাক বলে ভিঙাঘটে চলে। ওরে তোর মা যায় গড়াগড়ি আর তুই নাগকুণ্ডলীতে পাছা পেতে নিদ্রা যাস? ওঠ ওঠ। ডাক দে অনন্ত, বাসুকি তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ আর কুলীরকে। ফুঁসে উঠুক অষ্টনাগ।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মনসা তথা পদ্মার ভূমিকাকে বড়ো করে দেখালেন যা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিরোধী। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে মনসাই প্রধান, 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ চণ্ডী। অথচ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পদ্মা তথা মনসা। চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ' অংশে আছে পদ্মার প্রভাব -

> "তুমি যাচনা করলে নির্জলা হবে ভ্রমরা নদী, জ্বলে উঠবে উজানি কানন, ধ্বংস হবে ধনপতি। তাতে তোমার কার্যসিদ্ধি হবে মা নারায়ণী? ধরাধামে তোমার পূজার চল হবে? চম্পা নগরীর চাঁদ সদাগর বলেছিল পাঁচ কুলীনের এক কুলীন সে, তাই চ্যাংমুড়ি কানির পূজা করবে না। শুনিয়েছিল তার ধামে পদ্মার প্রসাদ মিলবে না। সুবুদ্ধি দিয়েছিল ব্যাংচ্যাং ধরে খেতে। আমি কিন্তু তার কেশাগ্রও স্পর্শ করিনি। ত্রিভুবন আমাকে বলে, চাঁদবদনি, চাঁদ সদাগর চ্যাং মাছের মুড়ি বলল তো বয়েই গেল।... বহুবার ইচ্ছে জেগেছে একখান হাত দশেক ছানাকে পাঠিয়ে দিই চম্পানগরীতে। একটু চুমা দিয়ে আসুক চাঁদকে। এরপর কঙ্কধামে গিয়ে চিত্রগুপ্তের সঙ্গে সাধুকর্ম করুক।... কিন্তু আমি মারিনি চাঁদকে।"[১৫]

পদ্মা চরিত্রটিও একেবারে অভিনব।যে পদ্মাকে আমরা জানতাম নিষ্ঠুর, খল, প্রতিহিংসা পরায়ণ, সেই পদ্মা রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসে শান্তিপ্রিয়, স্নেহশীলা, অন্যের ক্রোধ প্রশমন করে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী। চণ্ডীকে সে বলে -

> "রুষ্ট হয়ো না মা, তোমার বুকে অনল জ্বললে ধ্বংস হবে যে ত্রিভূবন। দূর কর কোপ। বিচারে সিদ্ধি মেলে অবিচারে নাশ। নীতিশাস্ত্রের পথ ধরে চল। তাহলে ঠিকই পূজা পাবে তুমি।আর যদি ধনপতি দত্তে এখনই নাশ কর তা হলে অবনীমণ্ডলে কোনোদিনই কি প্রতিষ্ঠা পাবে?... জগৎজনকে দুঃখ কষ্ট শোকতাপ জ্বরাপীড়া থেকে রক্ষা করতে তোমার ধরাধামে আসা কিন্তু ধনপতি বিনা কী করে সাধিত হবে সেই কর্ম? মা তুমি রোষ জয় করো, দমন করো কোপ, নির্বাপন করো ক্রোধানল।"[১৬]

পদ্মা চরিত্রটির নবনির্মাণ এখানেই। আবার যে চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রতিনিয়ত মনসাকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা দিয়েছে, এমনকি প্রহার করে গৃহ থেকে বের করে দিয়েছে, সেই চণ্ডী উপন্যাসে পদ্মার প্রশংসায় পঞ্চমুখ -

> "তোর এত জ্ঞানবুদ্ধি তাই তোকে ত্রিলোকে মহাজ্ঞানযুক্তা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠা বলে। কখনো কখনো পুস্তকও দেখি তোর হস্তে। সরস্বতীর হংসখানি নিয়ে হ্রদেও ঘুরিস তুই। বিদ্যা বিনয় আনে। বিচারবোধ গড়ে। সেই বোধটি আছে বলেই মহাজ্ঞান, গুপ্তবিদ্যা আর মৃতসঞ্জীবনী তোর হাতে।"[১৭] (চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ)

এই চণ্ডী আর পদ্মাবতী মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চণ্ডী বা মনসার থেকে ভিন্ন রূপা। বলা চলে নতুনভাবে গড়েছেন ঔপন্যাসিক।

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে হাস্যরস আছে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবতার গায়ে ধুলোবালি ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেবতার মানবায়ন ঘটেছে সত্য। কিন্তু দেবী চণ্ডী বা মনসা মানুষের মতো আচরণ করেননি। শিবকে নিয়ে কৌতুক করতে দেখা গেছে 'শিবায়ণ' কাব্যে। কিন্তু চণ্ডী ও মনসা যেন দৈবী নির্ভর। এখানেই রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাভাবনার বদল ঘটেছে। 'চণ্ডীর প্রতি পদ্মার উপদেশ' অংশে পদ্মা যেন গ্রাম্য নারীর মতো কথা বলেছে -

> "ত্রিভূবন আমাকে বলে চাঁদবদনি, চাঁদ সদাগর চ্যাং মাছের মুড়ি বলল তো বয়েই গেল। ওর নাম চান্দ বলে নিজেকে চান্দসুন্দর ভাবে। ওর মুড়োটা কেমন দেখেছে কখনো? ওর বাপ কোটিশ্বর বান্যার ধন দেখে সনকার বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল ওই বোদালমুখো, গুঁতোমুখো, ভেল কড়া মুখোটার সঙ্গে।"[১৮]

এই প্রতিহিংসাময় ভাষ্য যেন এক গ্রাম্য রমণীরই।

আবার দেবী চণ্ডীর কথা তো একেবারে সাদামাটা গ্রামের মহিলার মতো। যে অপমানে কুণ্ঠিত হয়, লজ্জিত হয় অনায়াসেই। তাই তার ঘটে ধনপতি লাথি মারলে সে বলে -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমার এ লাঞ্ছনার কথা শুনলে ইন্দ্রাণী, ঊষা, অদিতি, বাক, রাত্রি, অরণ্যানীরা হাসাহাসি করবে রে। এমনিতে ইন্দ্রের মাগগুলিতে চুলোচুলি কিন্তু ধনার লাথির কথা জানলে তখন দেখবি তিন্তিড়ী পাতায় বসে সু-সুজনে চণ্ডীর কেচ্ছা গাইছে। বৃহস্পতি সংসারের জুহু, সরমা শ্রদ্ধারাও কি মুখটিপে হাসতে ছাড়বে? সূর্যের বউ সরণ্যু আর যমের বোন যমী খবর পেলে ত্রিলোকের সব বউ-ঝিদের কানে ঢুকবে।"[১৯]

দেবতার স্ত্রীর এমন পরিচয় তো চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে নেই। এমনকি এই কথোপকথন একেবারে মানুষের।

ধনপতিকে গালাগাল করার সময় দেবী চণ্ডীর যে ভাষ্য তা যেমন হাস্যকর, তেমনই গ্রামের সাধারণ নারীর মতো-

> "আমার বারিতে যে ধনা লাথি মেরেছে রে পদ্মা। তারপরেও হেঁটে চলে বেড়ায়। তুই তোর পাশে বেঁধে ফেল বান্যাকে। আমি ওর ঢেঙা পা দুখানি কেটে ফেলি। তারপর পা কাটা ধনা ভ্রমরার শ্মশানে রুহে মরা জোছনায় স্কন্দকাটা মামদোর সঙ্গে ঝোলাঝুলি করুক।"[২০]

এই কথোপকথন কোন দেবীর কি হতে পারে? এই ভাষ্য আর পাঁচজন রাগান্বিত সাধারণ নারীর। ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব তো এখানেই। এভাবে নতুনরূপে চরিত্রের নির্মাণে। তা সে দেবী চণ্ডীই হোক কিংবা পদ্মাবতী।

ভাষা বা গদ্যশৈলী ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' উপন্যাসটি একেবারে আধুনিক। তাঁর শব্দ চয়ন একেবারে Field Work এর মাধ্যমে। কেননা তিনশ বছরেরও বেশি সময়ের দূরত্বে আমরা শব্দ বুঝছি আধুনিক যুগে বসে। এমনকি মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য থেকেও শব্দচয়ন করেছেন তিনি। আসলে মধ্যযুগের কাহিনি নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন সংস্কৃতির সঙ্গে শব্দও ব্যবহার করেছেন, যার অনেকটাই বর্তমানে অপ্রচলিত। অজস্র লোকজ শব্দের সমাহার আছে। আখ্যানের সাংস্কৃতিক বাস্তবতা লক্ষ করার মতো। মধ্যযুগের আখ্যান আধুনিক যুগেও বড়ো বেশি জীবন্ত। সময়োপযোগী করে তিনি মঙ্গলকাব্যের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন। আর ভাষা ও শৈলীগত দিক থেকেও অনন্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। সংস্কৃতানুসারী শব্দের সঙ্গে মধ্যযুগে প্রচলিত শব্দ এবং আধুনিক মানের ক্রিয়াকল্পজাতীয় শব্দ যেন হাত ধরাধরি করে আছে।

সংস্কৃতানুসারী শব্দ : চক্ষু, কর্ণ, মৎস, ওষ্ঠ, হরিদ্রা, আজানুলম্বিত, কানন, অজ, অগ্নি, শাল্মলি, নাসিকা ইত্যাদি।
মধ্যযুগে প্রচলিত শব্দ : ফুলবড়ি, মধুর পায়স, রাজাশাল, কানে কর্ণপুর, কুমুড়ার ফালি, নালিতা শাক।
লোকজ শব্দ : বউ-ঝি, বিয়োবে, নেতা, একরত্তি, ভিন,হাড় মাস, লাত, জিরন, তিলে ঢেমনা ইত্যাদি।
ক্রিয়াকল্পজাতীয় শব্দ : চলমান, শয়ান, নিশিজাগর, বিরাজমান ইত্যাদি।

ভাষা বা গদ্য ব্যবহারে এমন শব্দ ব্যবহারগত বৈচিত্র্য আনলেন ঔপন্যাসিক, যা সত্যিই ছক ভাঙার ইঙ্গিত দেয়।

উপন্যাসের আর এক নতুনত্ব,শব্দার্থ অংশটি। ভাষার ঐতিহাসিকতা রক্ষার জন্য তিনি মধ্যযুগে প্রচলিত শব্দের আধুনিক কালের অর্থে পরিচয় প্রদান করেছেন শব্দার্থ অংশে। যেমন -

> "লোন - নুন, লোহ - চোখের জল, সর্পি - গাওয়া ঘি, পত্রবাল - নৌকার হাল, কেরয়াল - দাঁড়, কুরঙ্গ - হরিণ, ঢেঙা মাণ্ড - লম্বা বউ, কঞ্জ - পদ্মফুল, গুয়া - সুপারি, দিব্যফল - বেল, সফরী - পুঁটি মাছ, সিজবৃক্ষ - মনসাগাছ, বেসর - ঘন্ট, বোদাল মাছ - বোয়াল মাছ, মধুমাস - চৈত্রমাস, বার্তাকু - বেগুন, বুহিত - নৌকা, বিড়া - পানের খিলি।"[২১]

উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি অংশ পর্যন্ত 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের হুবহু কাহিনি বলেলনি ঔপন্যাসিক। ধনপতি কিছুতেই দেবী চণ্ডীর পূজা করতে রাজি হননি। পরিণামে শিলা শয্যায় নিদ্রা যায়। তারপরেই শেষ তথা ৪৯তম অধ্যায়ে দেখা যায় ঋতুর আগমনে সিংহল দেশের প্রকৃতির অপরূপ রূপ। সুন্দর, সুরময়, গীতময় সিংহল দেশের অবারিত সৌন্দর্য বিস্মিত করে। প্রশ্ন থেকেই যায় ধনপতির পরিণতি কি হল? ঘটনা বর্জনে রামকুমার মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন হঠাৎ, আকস্মিকতায়, যা মুকুন্দের' চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নেই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপসংহার : বর্তমান আর্থসামাজিক পরিবেশে মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রায় আসন্ন। আর এই অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মানব সংস্কৃতি। বাঙালি সংস্কৃতিও এর বাইরে নয়। অবক্ষয়ের অন্ধকারে সামান্য আলোকবিন্দু এনে দিয়েছেন রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্প সাহিত্যিকরা।যাঁরা বাঙালি সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেছেন সাহিত্য-ইতিহাস-পুরাণ-জাতীয় মহাকাব্য - লোকসাহিত্যের মতো ঐতিহ্য মণ্ডিত সাহিত্য উপাদান থেকে। অতীত ইতিহাস থেকেই আবিষ্কার করেছেন সংস্কৃতির মূলসূত্র। গঠন করেছেন নিজস্ব জাতিসত্তাকে। আলোকিত করেছেন জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশ চেতনাকে। রামকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সাহিত্যে নির্মাণ বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের একাধিক দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আমাদের আশা।

সিদ্ধান্ত : বাংলা সাহিত্যের এই পুনর্নির্মাণের ধারা চলেছে মূলত উনিশ শতকের মাঝামাঝি। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো লেখকদের হাতে। এই সমস্ত লেখায় কখনো অনুবাদের সুর থাকলেও পরবর্তীতে কিছু নবনির্মাণই বেশি হয়েছে। কারণ সময় যত এগিয়েছে, সাহিত্যের মধ্যে 'মনন', 'চেতনার' প্রবেশ তত বেশি হয়েছে। নবনির্মাণের এই সাহিত্য-সাধনা থেকে বাদ যায়নি রবীন্দ্রনাথও। কালের ধারায় প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন - (সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সেলিনা হোসেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কালিদাস দাস রায়, জীবনানন্দ দাশ, তরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, সাধন চট্টোপাধ্যায়) বিশ শতক-একুশ শতকের একাধিক কবি-সাহিত্যিক। আমরা জানি সময় সাহিত্যকে চালিত করে। আর সাহিত্য হয়ে ওঠে একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মূল স্তম্ভ। আমরা 'একালের কণ্ঠে, সেকালের কথন' : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস (নির্বাচিত), প্রবন্ধে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে মধ্যযুগের কাহিনি কিভাবে আধুনিক মর্জিতে উপস্থাপিত হয়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প, ভূমিকা অংশ, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০০২
২. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, প্রথম বার্ত্ত
৩. মল্লিক, দীপঙ্কর, দেবারতি মল্লিক (সম্পা.), রামকুমার মুখোপাধ্যায় কথাযাত্রার চার দশক, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, পৃ. ২৩৭
৪. মুখোপাধ্যায়, রামকুমার, 'ধনপতির সিংহলযাত্রা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯
৫. ঐ, পৃ. ৬২
৬. ঐ, পৃ. ৬৭
৭. ঐ, পৃ. ২০
৮. ঐ, পৃ. ৫৪
৯. ঐ, পৃ. ২৩
১০. ঐ, পৃ. ১৮
১১. ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫
১২. ঐ, পৃ. ৬০
১৩. ঐ, পৃ. ৪৯
১৪. ঐ, পৃ. ৪৭
১৫. ঐ, পৃ. ৫১

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 29
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 260 - 269
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১৬. ঐ, পৃ. ৫৩
১৭. ঐ, পৃ. ৫৪
১৮. ঐ, পৃ. ৫১
১৯. ঐ, পৃ. ৪৮
২০. ঐ, পৃ. ৫১
২১. ঐ, পৃ. ২৩৪-২৩৭

Bibliography:

অঞ্জন সেন, বাংলা উত্তর আধুনিক সাহিত্যচিন্তা, গাঙ্গেয় পত্র, ১৪১১ বঙ্গাব্দ
অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, পিপলাইয়ের মনসামঙ্গল, রত্নাবলী, ২০০২
অনির্বাণ দাশ, বাংলায় বিনির্মাণ/অবির্নির্মাণ, অবভাস, ২০০৮
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৯০
আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি এন্ড কোং, ১৯৯৮
তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, এবং মুশায়েরা, ১৯৯৯
নিহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪০২
বিশ্বনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথ: প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৭
রামেশ্বর শ, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৪০৩
শঙ্খ ঘোষ, নির্মাণ আর সৃষ্টি, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৪০৫
স্বরাজ গুছাইত, বিনির্মাণ ও সৃষ্টি,আধুনিক উপন্যাস,অমৃত লোকসাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৭
সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮
সুকুমার সেন, ১২.২. কবিকঙ্কন মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ১৩৮২
রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ধনপতির সিংহল যাত্রা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
রামকুমার মুখোপাধ্যায়, হর-পার্বতী কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
রামকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পুস্তক মেলা, ২০০৫
প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, বাকপ্রতিমা, পুনর্মুদ্রণ, ২০১৯
মানব গঙ্গোপাধ্যায়, নির্মাণে বিনির্মাণে রবীন্দ্রনাথ, বুক ওয়ে, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১১